[২০২০] ১ এস. সি. আর. ৪৫৩

ইন্দু বাই ও অন্যান্যরা

বনাম

তেলেঙ্গানা রাজ্য ও অন্যান্যরা

(২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৮৩)

২১শে জানুয়ারি, ২০২০

[এল নাগেশ্বর রাও ও হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

ভাড়াটিয়াঃ

ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পর বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জমি বরাদ্দের বিষয়টি - রাজ্য সরকার কর্তৃক বিরোধিতাকৃত। বিভাগ-পূর্ব ভাড়াটে বলে দাবি করা আপিলকারীদের দ্বারাও বিরোধিতাকৃত- হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য আপিলের বিরোধিতা বহাল রেখেছে - স্থির করে: হাইকোর্টের সামনে আপিলকারীদের রিট পিটিশনে বিরোধিতা ছিল আপিলকারীর বিভাগ-পূর্ব ভাড়াটে হওয়ার কোনও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি করা নয় - অতএব, আইন অনুসারে রিট পিটিশনের নিষ্পত্তি করার জন্য বিষয়টি হাইকোর্টে প্রেরণ করা হচ্ছে।

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৮৩ ।

২০০৬ সালের রিট পিটিশন নং ১৪০৬৬-এ তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের জন্য হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ১২.০২.২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৭৭-৪৭৮, ৪৮৬-৪৮৭, ৪৯২-৪৯৩, ৫৬৮, ৫৬৯-৫৭০, ৫৭১-৫৭২, ৫৭৩, ৪৭৯-৪৮০, ৪৮১ সহ।

গুরু কৃষ্ণ কুমার, পল্লব শিশোদিয়া, রণজিৎ কুমার, সি.এস. বৈদ্যনাথন, ভি. গিরি, প্রবীণ আইনজীবী এবং মুল্লাপুদি রামবাবু, এন. ঈশ্বর রাও, শ্রীমতী প্রীতি কুমারী, শ্রীমতী বিজয়শ্রী পট্টনায়ক, বি.কে. প্রসাদ, এম/এস. এম. রামবাবু অ্যান্ড কোং, সৌরভ মিশ্র, অভিষেক সিং, শ্রীমতী সমৃদ্ধি পাল, শ্রীমতী আশনা ভাটিয়া, শ্রীনিবাস রাও পুটলুরি, বরুণ ঠাকুর, ত্রিপুরারী রায়, শ্রীমতী শ্রদ্ধা সরণ, বরিন্দর কুমার শর্মা, হিতেন্দ্র নাথ রথ, ড. ই. শেষাগিরি রাও, জি.ভি.আর. চৌধুরী, কে. শিবরাজ চৌধুরী, হর্ষ সিংঘল, হিতেশ কুমার শর্মা, এ. সুধাকর রাও, কাকার ভেঙ্কটা রাও, তন্ময় আগরওয়াল, টি. ভি. রত্নম, পি. ভেঙ্কট রেড্ডি, প্রশান্ত কে. ত্যাগী, পি. শ্রীনিবাস রেড্ডি,

রাজা রাম, এম/এস. ভেঙ্কট পালওয়াই ল অ্যাসোসিয়েটস, প্রশান্ত সিং, এ.কে. কাউল, রাজ বাহাদুর যাদব, ভেঙ্কটেশ্বর রাও আনামোলু, আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন পক্ষগুলির পক্ষে।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি

১. এই আপিলগুলি তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের হাইকোর্ট, হায়দ্রাবাদ কর্তৃক ১২.০২.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত একটি সাধারণ আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত, যার মাধ্যমে তেলেঙ্গানা রাজ্য সরকার কর্তৃক দাখিল করা রিট আবেদনগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল।

২. উক্ত আদেশ থেকে উদ্ভূত ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৪৭৭ (রমেশ পার্সরাম মালানি ও অন্যান্যরা বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য ও অন্যান্যরা) এই আদালত কর্তৃক ২২.১০.২০১৯ তারিখে খারিজ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জমি হস্তান্তর করেছে এবং রাজ্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য জমি বরাদ্দ করতে পারে।

৩. আপিলকারীরা নিজেদের রাঙ্গা রেড্ডি জেলার পোপ্পালগুড়া গ্রামের জমিতে দেশভাগের পূর্বের ভাড়াটে বলে দাবি করছে। আপিলকারীদের অভিযোগ হলো, ২৫.০৪.২০১৬ তারিখে রাজ্য যখন একটি নিলামের বিজ্ঞপ্তি জারি করে, তখন তাদের দখল বজায় রাখার অধিকার বিপন্ন হয়।

৪. এই আদালত তার ২২.১০.২০১৯ তারিখের রায়ে কথিত দেশভাগের পূর্বের ভাড়াটেদের দাবি পরীক্ষা করেনি। এই আদালত রমেশ পার্সরাম মালানি মামলায় হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে যে, রাজ্য সরকারকে জমি হস্তান্তর করলে সেই জমি ক্ষতিপূরণ পুল থেকে বাদ পড়ে না। এই আদালতের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি হাইকোর্টের নথিতে থাকা সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"৩১. তবে, আমরা হাইকোর্টের এই যুক্তির সাথে একমত হতে পারছি না যে, রাজ্য সরকারকে জমি হস্তান্তর করলে সেই হস্তান্তরিত জমি ক্ষতিপূরণ পুল থেকে বাদ পড়ে যায়। রাজ্য সরকারকে হস্তান্তরিত জমি ক্ষতিপূরণ পুলের অংশ হিসেবেই থাকে, তবে এটি বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য শুধুমাত্র ম্যানেজিং অফিসার বা সেটেলমেন্ট কমিশনারের ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজ্য কর্মকর্তাদের দ্বারা নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সম্পন্ন হওয়ার পরেই রাজ্য সরকার অন্যান্য উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করতে পারে।"

৫. ২০১৬ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নং ২৩৬১৩-২৩৬১৪ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিলগুলিতে, ২০১৪ সালের রিট পিটিশন নং ২৯২৭৪ এবং ২০১৪ সালের রিট পিটিশন নং ২৯৪৩৬-এ হাইকোর্টের আদেশকে বিরোধিতা করা হয়েছে। হাইকোর্টের সামনে, আপিলকারীরা রমেশ পার্সরাম মালানিকে (২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৪৭৭-এর আপিলকারী) জমি বরাদ্দের বিষয়টি বিরোধিতা করেছিল এবং দেশভাগের পূর্বের ভাড়াটে হিসাবে পাট্টার দাবিও করেছিল। আপিলকারীরা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত প্রতিকার চেয়েছিল:

"...১ থেকে ৫ নম্বর রেসপন্ডেন্টদের নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে তারা রাঙ্গা রেড্ডি জেলার রাজেন্দ্র নগর মন্ডলের পোপ্পালগুড়া গ্রামের ৩০১, ৩০৩, ৩২৭ সার্ভে নম্বরে অবস্থিত ১৮.০০ একর জমির উপর আবেদনকারীদের পাট্টা অধিকার প্রদান করে।"

৬. ২০১৬ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (সিসি নং ১৫৫৫০-১৫৫৫১) থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিলগুলিতে, আপিলকারীরা রাজেন্দ্র নগর মন্ডলের পোপ্পালগুড়া গ্রামের ৩৩১ সার্ভে নম্বর-এর জমির উপর তাদের দখল এবং ভোগে হস্তক্ষেপ না করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের জন্য বিবিধ আবেদন দাখিল করেছে। অতএব, রিট আবেদনগুলিতে বিরোধিতাটি আপিলকারীদের দেশভাগের পূর্বের ভাড়াটে হিসাবে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল না।

৭. অন্যান্য আপিলগুলিতে, আপিলকারীরা তাদের কাছে জমি হস্তান্তরের বিষয়ে তাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য রিট এখতিয়ার বা অন্য কোনো উপযুক্ত ফোরাম ব্যবহার করেনি।

৮. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ১২.০২.২০১৬ তারিখে ২০১৪ সালের রিট পিটিশন নং ২৯২৭৪ এবং ২০১৪ সালের রিট পিটিশন নং ২৯৪৩৬-এ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হয়েছে এবং মামলাটি হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছে যাতে তারা আইন অনুযায়ী রিট আবেদনগুলির সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যান্য সমস্ত আপিলকারীরা তাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আইন অনুযায়ী উপলব্ধ অন্য যেকোনো এখতিয়ার ব্যবহার করতে স্বাধীন।

৯. সমস্ত আপিলের খারিজ করা হলো।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠী

আপিল খারিজ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র সচিব (কারাগার) এবং অন্যান্যরা

বনাম

এইচ, নিলোফার নিশা

(২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৪)

২৩শে জানুয়ারি, ২০২০

[এস.আব্দুল নাজির এবং দীপাক গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

রিট:

হেবিয়াস কর্পাসের রিট - রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কিনা - সরকারি আদেশ/বিধি দ্বারা অকাল মুক্তির পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে, উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত কর্তৃক কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির অকাল মুক্তির জন্য – আদেশ- হেবিয়াস কর্পাসের রিট হল রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগত ব্যক্তির দ্বারা বেআইনি এবং অযৌক্তিক আটক থেকে নাগরিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রক্রিয়াগত রিট - আইনের আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে বা আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের দ্বারা আটক থাকা অবস্থায় এই ধরনের রিট প্রযোজ্য হবে না - বর্তমান ক্ষেত্রে, আটক ব্যক্তিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাদের আটককে অবৈধ বলা যাবে না - আদালত মওকুফ বা প্যারোল মঞ্জুর করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা হয় - হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিগুলি সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত এখতিয়ার প্রদান করতে পারে না - বিধিগুলি সংবিধানকে অগ্রাহ্য করতে পারে না - হাইকোর্টের পক্ষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রথমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ না দিয়ে সরকারি আদেশের অধীনে আবেদনকারীদের মুক্তির নির্দেশ দেওয়া সঠিক ছিল না - ২ আটক ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র/যোগ্য কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - অন্যান্য সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিজ নিজ মামলার তথ্যে আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশ: ১.১. একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হলে, হেবিয়াস কর্পাস রিট একটি প্রতিকার হিসাবে উপলব্ধ। এটি নাগরিকের স্বাধীনতাকে বেআইনি বা অযৌক্তিক আটক থেকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি প্রক্রিয়াগত রিট, তা সে রাষ্ট্র দ্বারা আটক থাকুক বা ব্যক্তিগতভাবে আটক থাকুক। যেখানে কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে বা

আইন অনুযায়ী কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা আটক বা কারারুদ্ধ করা হয়, সেখানে হেবিয়াস কর্পাস রিট প্রযোজ্য হবে না।

১.২. একজন ব্যক্তির আটক বা কারাবাস যখন আইনের কর্তৃত্ব ছাড়া হয়, তখনই কেবল হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করা যেতে পারে। যদিও ল্যাটিন শব্দগুচ্ছ 'হেবিয়াস কর্পাস'-এর আক্ষরিক অর্থ 'শরীর হাজির করা', সময়ের সাথে সাথে শরীরের উপস্থিতি প্রায়শই জোর দিয়ে বলা হয় না, তবে আইনত এটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে শরীরটি অবৈধ আটকের অধীনে আছে কিনা। হেবিয়াস কর্পাস প্রায়শই প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে একটি প্রতিকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ এমন ক্ষেত্রে আটকাদেশের বৈধতা অন্য কোনো আদালতে বিরোধিতা করা যায় না এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের জন্য কেবল রিট এখতিয়ারই উপলব্ধ থাকে। হেবিয়াস কর্পাস পিটিশনের পরিধি সময়ের সাথে সাথে প্রসারিত হয়েছে এবং এই রিটটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় যখন একজন পত্নী দাবি করেন যে তার পত্নীকে বাবা-মা অবৈধভাবে আটক করে রেখেছেন। এই রিটটি অনেক সময় শিশুদের হেফাজতের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যদিও এর পরিধি প্রসারিত হতে পারে, এই রিটের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং এর সবচেয়ে মৌলিক সীমাবদ্ধতা হলো যে, আদালত, কোনো হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করার আগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, আটককৃত ব্যক্তি কোনো আইনি কর্তৃত্ব ছাড়াই আটক রয়েছেন।

১.৩. বর্তমান মামলাগুলিতে, আটককৃতদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং যেমন তাদের আটককে অবৈধ বলা যাবে না। এটি রিট আদালতের কাজ নয় যে একজন বন্দী প্যারোল বা রেমিশনের অধিকারী কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া, এবং এই বিষয়গুলি সরাসরি সরকারের ডোমেইনে পড়ে।

মারু রাম বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৮১) ১ এসসিসি ১০৭ : [১৯৮১] ১ এসসিআর ১১৯৬ – অনুসরণ করা হয়েছে।

কর্নেল ডাক্তার বি. রামচন্দ্র রাও বনাম ওড়িশা রাজ্য ও অন্যান্য (১৯৭২) ৩ এসসিসি ২৫৬ ; কানুকে সাণ্যাল বনাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দার্জিলিং (১৯৭৩) ২ এসসিসি ৬৭৪ : [১৯৭৪] ১ এসসিআর ৬২১ ; মনুভাই রতিলাল প্যাটেল বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ১ এসসিসি ৩১৪ : [২০১২] ৮ এসসিআর ৯৯৩ ; সৌরভ কুমার বনাম জেইলার, কোনিলা জেল (২০১৪) ১৩ এসসিসি ৪৩৬ : [২০১৪] ৮ এসসিআর ৯০৯ ; মহারাষ্ট্র রাজ্য

এবং অন্যান্যরা বনাম তাসনিম রিজওয়ান সিদ্দিকী (২০১৮) ৯ এসসিসি ৭৪৫ : [২০১৮] ১১ এসসিআর ৩৭৪ ; গোপাল বিনায়ক গডসে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা [১৯৬১] ৩ এসসিআর ৪৪০ – নির্ভর করা হয়েছে।

সুনীল বাত্রা (দ্বিতীয়) বনাম দিল্লি প্রশাসন (১৯৮০) ৩ এসসিসি ৪৮৮ : [১৯৮০] ২ এসসিআর ৫৫৭ ; মোহাম্মদ ইকরম বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৬২৫ : [১৯৬৪] এসসিআর ৮৬ ; রণজিৎ সিং বনাম পেপসু রাজ্য এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৮৪৩ : [১৯৫৯] সম্পূরক এসসিআর ৭২৭ ; উম্মু সাবিনা বনাম কেরালা রাজ্য (২০১১) ১০ এসসিসি ৭৮১ : [২০১১] ১৩ এসসিআর ১৮৫ ; ইন দ্য ম্যাটার অফ-মধু লিমায়ে এবং অন্যান্যরা (১৯৬৯) ১ এসসিসি ২৯২ : [১৯৬৯] ৩ এসসিআর ১৫৪ ; তালিব হুসেন বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য (১৯৭১) ৩ এসসিসি ১১৮ ; সঞ্জয় দত্ত বনাম রাজ্য (দ্বিতীয়) (১৯৯৪) ৫ এসসিসি ৪১০ : [১৯৯৪] ৩ সম্পূরক এসসিআর ২৬৩ – উল্লেখ করা হয়েছে।

এ.ভি. ডাইসি রচিত ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ দ্য ল অফ দ্য কনস্টিটিউশন, ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোং, লিমিটেড, পৃষ্ঠা ২১৫ (১৯১৫); হ্যালসবুরির লজ অফ ইংল্যান্ড, (চতুর্থ সংস্করণ) ভলিউম ১১; ভি.জি. রামচন্দ্রন রচিত ল অফ রিটস, বিচারপতি সি.কে. থাক্কার ও এম.সি. থাক্কার কর্তৃক সংশোধিত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২০০৬) – উল্লেখ করা হয়েছে।

২. দণ্ড মওকুফ বা শর্তসাপেক্ষ মুক্তি বন্দীর একটি সহজাত অধিকার নয়। এটি কিছু শর্ত পূরণের মাধ্যমে বন্দীর জন্য উপলব্ধ একটি বিশেষ সুবিধা। এটি একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতা যা সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী/প্রবিধানের অধীনে এই ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে প্রয়োগ করতে হবে। আদালত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না, যদিও একবার ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলে, আদালত রায় দিতে পারে যে ক্ষমতা প্রয়োগ নিয়ম অনুযায়ী হয়নি।

৩.১ ভারতের সংবিধানের ২২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টগুলো নিয়ম প্রণয়নে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তবে এই ক্ষমতা ভারতের সংবিধানের বিধানাবলী এবং সংশ্লিষ্ট আইনসভার যেকোনো আইনের বিধানাবলীর অধীন। কোনো রিটকে কী বর্ণনা দেওয়া হবে তা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। কিন্তু নিয়মাবলী সংবিধান দ্বারা অর্পিত নয় এমন অধিক্ষেত্র প্রদান করতে পারে না। নিয়মাবলী স্পষ্টতই আটক/প্রতিরোধমূলক আটকের ঘটনাগুলো নিয়ে কাজ করে যেখানে বন্দী হেফাজতে আছে।

যদি সেই হেফাজত বৈধ হয়, তাহলে আটককৃতকে মুক্তির জন্য হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করা যাবে না। কেবল এই কারণে যে নিয়মাবলীতে আটকাদেশ, কারাগার ইত্যাদির বিশদ বিবরণ দিতে হয়, তার অর্থ এই নয় যে নিয়মাবলী নীরব থাকলে হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করা যাবে না। নিয়মাবলী সংবিধানকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

৩.২. যদি নিয়মাবলী সংবিধানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে সম্ভবত মাদ্রাজ হাইকোর্টে ব্যক্তিগত আটকের ক্ষেত্রে কোনো হেবিয়াস কর্পাস রিট গৃহীত হবে না। এটি ভারতের সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী হবে। অতএব, নিয়মাবলীর উল্লেখ কোনো সাহায্য করে না।

৪.১. হাইকোর্ট জি.ও.(এমএস) নং ৬৪, তারিখ ০১.০২.২০১৮ এর অধীনে একজন আবেদনকারীকে মুক্তির নির্দেশ দিতে পারে না। বর্তমান মামলাগুলিতে, আটককৃতদের দ্বারা দাখিল করা আবেদনগুলি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। আদালতের জন্য সঠিক পদক্ষেপ ছিল আটককৃতদের আবেদনগুলি স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া। যেহেতু এই প্রকল্পে একজন প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের বিধান রয়েছে, একটি জেলা পর্যায়ের কমিটির রেফারেন্স এবং তারপরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং আঞ্চলিক প্রবেশন অফিসারের কাছে এবং তারপরে রাজ্য পর্যায়ের কমিটির কাছে উপস্থাপন করতে হবে, তাই রাজ্যকে এগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য আবেদন দাখিলের সময় থেকে ২-৩ মাস সময় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। যখন আবেদনটি আবেদন দাখিল করার মাত্র কয়েক দিন আগে দাখিল করা হয়, তখন আদালত একই বিষয় বিবেচনা করার জন্য ৩ মাস পর্যন্ত সময় দিতে পারে। তবে, যদি আবেদনটি কয়েক মাস আগে দাখিল করা হয় এবং প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন ইতিমধ্যেই উপলব্ধ থাকে, তাহলে কম সময় দেওয়া যেতে পারে। কোনো কঠোর সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে না, তবে আদালতকে আবেদন নিষ্পত্তির জন্য রাজ্যকে যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে। এই পর্যায়ে আদালত নিজে আটককৃতের এই প্রকল্পের অধীনে মুক্তির যোগ্যতা পরীক্ষা করতে পারে না।

৪.২. কমিটিগুলি দ্বারা বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করতে হবে। প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন কেবল তাদের মধ্যে একটি। এর পরে, জেলা কমিটিকে একটি সুপারিশ করতে হবে এবং পরিশেষে রাজ্য পর্যায়ের কমিটিই বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

হাইকোর্ট অবিলম্বে আটককৃতদের মুক্তির নির্দেশ দিয়ে ভুল করেছে, কারণ প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র এই কারণে যে মাদ্রাজ হাইকোর্টে দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের রিট জারি করার একটি প্রথা চলে আসছে, তা এই আদেশগুলিকে বৈধতা দিতে পারে না যদি আদেশগুলি এখতিয়ারবিহীন হয়। পূর্ববর্তী অনুশীলন বা এই সত্য যে রাজ্য কিছু আদেশকে বিরোধিতা করেনি, তা এই আদেশগুলিকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

৪.৩. যদি সংশ্লিষ্ট জি.ও.-এর ৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য-পর্যায়ের কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই একটি পিটিশন দাখিল করা হয়, তাহলে আদালতের উচিত সংশ্লিষ্ট কমিটি/কর্তৃপক্ষকে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া। স্পষ্টতই, খুব বেশি সময় দেওয়া যায় না কারণ একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই আদেশটি ম্যান্দামাস রিট-এর প্রকৃতির হবে, যা রাজ্যকে প্রকল্পের অধীনে তার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেবে। যদি কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অধীনে সুবিধা দিতে অস্বীকার করে, তবে তাদের অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করতে হবে। একবার একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করা হলে, আটককৃতের সেই আদেশকে বিরোধিতা করার অধিকার থাকবে, তবে সেটি আবার হেবিয়াস কর্পাস রিট হবে না, বরং এটি সার্টিওরারি রিট-এর প্রকৃতির হবে। এমন ক্ষেত্রে, যেখানে যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করা হয়েছে, হাইকোর্ট মামলার নথি তলব করতে পারে, তা পরীক্ষা করতে পারে এবং প্রকল্পের মানদণ্ডের আলোকে তা পরীক্ষা করার পর সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে অকাল মুক্তির প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের আদেশটি ন্যায়সঙ্গত কিনা। যদি এটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে আদেশটি সঠিক নয়, তবে স্পষ্টতই এটি বন্দীকে প্রকল্পের সুবিধা দিয়ে মুক্তির নির্দেশ দিতে পারে। এমন ঘটনা ঘটতে পারে যেখানে ০১.০২.২০১৮ তারিখের জি.ও.(এমএস) নং ৬৪ অনুসারে বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদনকারীর আবেদনের উপর রাজ্য কোনো আদেশ পাস নাও করতে পারে, আদালতের আদেশ সত্ত্বেও। যদি কোনো আদেশ পাস না হয় এবং বিলম্বের জন্য কোনো ব্যাখ্যা না থাকে, তবে আদালত আবার মামলার নথি তলব করতে এবং নীতির আলোকে তা পরীক্ষা করে আদেশ পাস করতে ন্যায়সঙ্গত হবে।

৫. বর্তমান মামলাগুলির ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট যদিও তার সামনে প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন ছিল, তবে এটি কেবল প্রবেশন অফিসারের আদেশের একটি লাইন উল্লেখ করেছে এবং পুরো প্রতিবেদনগুলি নয়।

৬. ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৪-এর আটককৃত কারাগারে থাকাকালীন বিভিন্ন ডিগ্রি এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। কারাগারে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা বাইরে কাজে লাগানো উচিত। কারাগারের নথি থেকে জানা যায় যে তার আচরণ সন্তোষজনক ছিল। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ হলো, তিনি অন্য সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন এবং তাই বলা হয় যে কিছু ধর্মীয় শত্রুতা এখনও থাকতে পারে। নথিতে এসেছে যে বিভিন্ন সময়ে তিনি পুলিশ প্রহরায় নিজের জন্মস্থানে ফিরে গেছেন। এই পরিস্থিতিতে এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে এই উত্তরদাতাকে অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠানো উচিত নয়। অতএব, সংবিধানের ১৪২ ধারা-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে উত্তরদাতা/আটককৃতকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৭. ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৫-এর আটককৃতের বয়স এখন প্রায় ৪৩ বছর এবং কারাগারে থাকাকালীন তিনি এগারোটি শিক্ষামূলক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি ৪২ বার (৮৯ দিন) জরুরি ছুটিতে এবং আদালতের আদেশে ২ বার (৩৭ দিন) ছুটিতে গিয়েছিলেন এবং এই সময়কালে তার জীবনের কোনো হুমকি ছিল না বা কোনো আইনশৃঙ্খলার সমস্যাও হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে তাকে অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠানো উচিত নয়। অতএব, সংবিধানের ১৪২ ধারা-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৮. ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৬-এর আটককৃতের বয়স এখন প্রায় ৩৮ বছর এবং কারাগারে থাকাকালীন তিনি তিনটি শিক্ষামূলক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে এই উত্তরদাতাকে অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠানো উচিত নয়। অতএব, সংবিধানের ১৪২ ধারা-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯. ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮-এর আটককৃতের বয়স এখন প্রায় ৩৯ বছর এবং কারাগারে থাকাকালীন তিনি সাতটি শিক্ষামূলক কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে, এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে আদালতের এই উত্তরদাতাকে অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠানো উচিত নয়। অতএব, সংবিধানের ১৪২ ধারা-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১০. ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৭-এর আটককৃতের বয়স এখন প্রায় ৪৬ বছর এবং কারাগারে থাকাকালীন তিনি সাতটি শিক্ষামূলক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এই মামলায় আটককৃত ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১২০(খ) ধারা-এর অধীনে অন্য একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এছাড়াও, তিনি বিস্ফোরক পদার্থ আইন, ১৯০৮-এর ৪(ক) এবং ৪(খ) ধারা-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ২৮.১২.২০১৮ তারিখের রায় অনুযায়ী এই প্রতিটি ধারার অধীনে যথাক্রমে ৫ বছর এবং ৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই দোষী সাব্যস্ততা এবং সাজার রায়টি প্রশ্নবিদ্ধ জি.ও.(এমএস) নং ৬৪, তারিখ ০১.০২.২০১৮ এর তারিখের পরে হয়েছে এবং এটিও বিবেচনায় নিতে হবে। অতএব, এই মামলার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আটককৃতের আবেদনটি বিবেচনা করতে এবং ৬ সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি রাজ্য আটককৃতের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করতে হবে এবং সেই পরিস্থিতিতে, আটককৃত হাইকোর্টের সামনে আদেশটি বিরোধিতা করতে স্বাধীন থাকবেন। রাজ্যকে এই রায়ের তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে আটককৃতের আবেদনটি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৬৪] এসসিআর ৮৬	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৮০] ২ এসসিআর ৫৫৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৯
(১৯৭২) ৩ এসসিসি ২৫৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
[১৯৭৪] ১ এসসিআর ৬২১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০১২] ৮ এসসিআর ৯৯৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৪] ৮ এসসিআর ৯০৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
[১৯৫৯] সম্পূরক এসসিআর ৭২৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১১] ১৩ এসসিআর ১৮৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩

[১৯৬৯] ৩ এসসিআর ১৫৪	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
(১৯৭১) ৩ এসসিসি ১৮৮	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[১৯৯৪] ৩ সম্পূরক এসসিআর ২৬৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৮] ১১ এসসিআর ৩৭৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
[১৯৬১] ৩ এসসিআর ৪৪০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
[১৯৮১] ১ এসসিআর ১১৯৬	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৪ ।

২০১৮ সালের এইচ.সি.পি. নং ২৯৫৬-এ মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০৪.০১.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৪৫,১৪৬,১৪৭ এবং ১৪৮ সহ।

মুকুল রোহাতগি, ভি. গিরি, এস. নাগামুথু, রত্নাকর দাস, প্রবীণ আইনজীবী, এবং এম. যোগেশ কান্না, এম. থাঙ্গা থুরাই, এস. রাজা রাজেশ্বরন, কার্তিক আর., শ্রীমতী উমা প্রসুনা বাচ্চু, মুথু চ্ছরঙন, শ্রীমতী সুভেথা শঙ্কর, ঋষভ সাঞ্চেতি, সুয়াশ রাওয়াত, আনচিত ভান্ডারী, বিষ্ণু উন্নিকৃষ্ণন, কে. পারি ভেন্ডান, পি. এ. নূর মুহাম্মদ, মোকাএমদ ইউসুফ, এস.এ.এস আলাউদ্দীন, আব্দুল রহমান, শরিফ কে.এ., শেখ মাওলালি বাসা, আনসার উল হক, হার্দিক গৌতম, জি. শিববালামুরুগান, সেলভারাজ মাহেন্দ্রান, এম. বিবেক ভারতী, টি. হরিশ কুমার, আইনজীবীরা উপস্থিত পক্ষগুলির পক্ষে।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

দীপক গুপ্ত, বিচারপতি

১. বিলম্ব মার্জনা করা হলো।

২. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩. সিদ্ধান্তের জন্য যে প্রধান বিষয়টি উদ্ভূত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

"একজন ব্যক্তি উপযুক্ত আদালতের দ্বারা আরোপিত কারাদণ্ড ভোগ করছেন, তাকে সরকারি আদেশ/নিয়মাবলী অনুসারে অকাল মুক্তির জন্য হেবিয়াস কর্পাস রিট প্রযোজ্য হবে কিনা?"

৪. শুরুতেই উল্লেখ করা যায় যে, ১৭.১০.২০১৯ তারিখে আমরা দুটি বিষয় তৈরি করেছিলাম।

আমরা প্রথম বিষয়টি নতুন করে তৈরি করেছি এবং নিবিড়ভাবে পরীক্ষার পর আমাদের মনে হয়েছে যে, এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য উদ্‌ভূত হয়নি।

৫. তামিলনাড়ু রাজ্যের গভর্নর ভারতের সংবিধানের ধারা ১৬১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তামিলনাড়ু সরকারের স্বরাষ্ট্র (কারাগার-৪) বিভাগ-এর মাধ্যমে ০১.০২.২০১৮ তারিখে জি.ও.(এমএস.) নং ৬৪ জারি করেন। এতে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম.জি. রামচন্দ্রনের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দোষী সাব্যস্ত বন্দীদের অকাল মুক্তির মামলাগুলি বিবেচনার জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"৫. সরকার সতর্কতার সাথে পরীক্ষার পর ভারতের সংবিধানের ১৬১ ধারা-এর অধীনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের অকাল মুক্তির জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারতরত্ন, পুরুচি থালাইভার ড. এম. জি. রামচন্দ্রন, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে:

(I) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের অকাল মুক্তির মামলাগুলি ক্ষেত্রবিশেষে পরীক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠিত হবে।

(i) রাজ্য পর্যায়ের কমিটির প্রধান হবেন কারাগার পরিদর্শক জেনারেল এবং কারাগার উপ-পরিদর্শক জেনারেল (সদর দপ্তর), আইনি কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সদর দপ্তর) কমিটির সদস্য হবেন।

(ii) দ্বিতীয় পর্যায়ের/জেলা কমিটি যেখানে কেন্দ্রীয় কারাগার/মহিলাদের জন্য বিশেষ কারাগার অবস্থিত, সেই কমিটির প্রধান হবেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় কারাগারের কারাগার তত্ত্বাবধায়ক এবং কারাগারের অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক, জেইলার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং প্রবেশন কর্মকর্তা কমিটির সদস্য হবেন।

(iii) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রবেশন কর্মকর্তা দ্বিতীয় স্তরের কমিটির প্রস্তাব পরীক্ষা করবেন এবং সুপারিশ সহ রাজ্য পর্যায়ের কমিটিতে পাঠাবেন।

৬. এই প্রকল্পের অধীনে একটি রাজ্য পর্যায়ের কমিটি এবং জেলা কমিটি গঠিত হয়েছিল।

জেলা কমিটিগুলো বন্দীদের মামলাগুলো বিবেচনা করবে এবং তাদের সুপারিশগুলো রেঞ্জ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস এবং আঞ্চলিক প্রবেশন অফিসারের কাছে পাঠাবে, যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সুপারিশসহ রাজ্য পর্যায়ের কমিটির কাছে পাঠাবেন। এই প্রকল্পে আরও বলা হয়েছে:

(II) ২৫.০২.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত যারা ১০ বছর প্রকৃত কারাদণ্ড সম্পন্ন করেছেন এবং যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি এবং যারা ২৫.০২.২০১৮ তারিখে ৫ বছর প্রকৃত কারাদণ্ড সম্পন্ন করেছেন, যাদের মধ্যে যারা মূলত বিচারিক আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং আপিল আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করা হয়েছে (যাদের সাজা পরিবর্তন করা হয়েছে তারা ব্যতীত), নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ সাপেক্ষে অকাল মুক্তির জন্য বিবেচিত হতে পারেন:

১) বন্দীর আচরণ সন্তোষজনক হতে হবে।

২) নিম্নলিখিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত বন্দীরা অকাল মুক্তির জন্য অযোগ্য, অপরাধের প্রকৃতি ও মেয়াদ নির্বিশেষে এবং তারা উক্ত অপরাধের জন্য সাজা ভোগ করেছেন কিনা তা নির্বিশেষে:

এরপর, প্রকল্পে বলা হয়েছে যে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য বা নির্দিষ্ট আইনের অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত বন্দীরা এই প্রকল্পের অধীনে সুবিধার জন্য যোগ্য হবেন না। এই প্রকল্পে অন্যান্য শর্তগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তগুলিও নির্ধারণ করা হয়েছে:

৪) মুক্তি পেলে বন্দীর জীবনের নিরাপত্তা থাকবে।

৫) বন্দী তাদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হবে।

৬) মুক্তি পেলে বন্দীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে।

৮) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীরা অকাল মুক্তিকে অধিকার হিসাবে দাবি করতে পারবে না।

৭. বর্তমান মামলাগুলির ক্ষেত্রে, যাদের মুক্তির আবেদন করা হয়েছে সেই বন্দীরা ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ সহ বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

সমস্ত ক্ষেত্রেই, তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং এই আদালত পর্যন্ত তাদের দোষী সাব্যস্তকরণ ও সাজা বহাল রাখা হয়েছে। হেবিয়াস কর্পাস-এর আবেদনগুলি এই যুক্তিতে দাখিল করা হয়েছিল যে, রাজ্য আবেদনকারীদের উপরে উল্লিখিত অকাল মুক্তির সুবিধা দেয়নি, যেখানে অন্য অনেককে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

৮. সমস্ত মামলায় আবেদনকারীরা হাইকোর্টে আবেদন দাখিল করার কয়েক মাস আগে ০১.০২.২০১৮ তারিখের জি.ও.(এমএস) নং ৬৪ অনুযায়ী তাদের মুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনগুলি বিচারাধীন ছিল, কিন্তু হাইকোর্ট প্রায় অভিন্ন শর্তে সমস্ত মামলায় রায় দিয়েছে যে: "এই বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে দোষী বন্দীরা ০১.০২.২০১৮ তারিখের জি.ও.(এমএস) নং ৬৪, স্বরাষ্ট্র [কারাগার-৪] বিভাগ অনুসারে মুক্তির অধিকারী হবেন। তবে, তাদের এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যেহেতু প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বন্দীকে মুক্তি দিলে তার জীবনের ঝুঁকি রয়েছে।" এরপর, হাইকোর্টের মত ছিল যে, আটককৃতের জীবন বিপন্ন হওয়ার কারণে তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করা যাবে না। তবে, এটি নির্দেশ দিয়েছে যে, আটককৃতকে মুক্তি দেওয়ার সময় তাকে জানানো হোক যে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। সমস্ত মামলায় প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই আবেদনগুলি মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়েছে এবং হেবিয়াস কর্পাস রিট মঞ্জুর করে, জি.ও.(এমএস) নং ৬৪, তারিখ ০১.০২.২০১৮ অনুসারে আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি না অন্য কোনো মামলায় তাদের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়।

৯. এই আদেশগুলি আমাদের সামনে বিরোধিতা করা হয়েছে। আমরা আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহাতগি এবং শ্রী ভি. গিরি, তামিলনাড়ু রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী যোগেশ কান্না এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এস. নাগামুথু এবং শ্রী রত্নাকর ড্যাশ-এর বক্তব্য শুনেছি।

১০. রাজ্যের পক্ষে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করার সময় হাইকোর্ট ভারতের সংবিধানের ২২৬ ধারা-এর অধীনে প্রদত্ত এখতিয়ার লঙ্ঘন করেছে। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত মামলায় আবেদনকারীরা খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, যা এই আদালত পর্যন্ত বহাল ছিল এবং তাই, কোনো অবস্থাতেই এটি যুক্তি দেওয়া যাবে না যে আটককৃতদের আটক অবৈধ ছিল। আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, হাইকোর্ট সর্বোচ্চ হলে জি.ও.(এমএস) নং ৬৪, তারিখ ০১.০২.২০১৮ অনুসারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃতদের মামলা বিবেচনার নির্দেশ দিতে পারত, কিন্তু নিজে আটককৃতদের মুক্তির নির্দেশ দিতে পারত না।

আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, হাইকোর্ট প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের শুধুমাত্র একটি অংশ উল্লেখ করেছে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি উপেক্ষা করেছে।

১১. অন্যদিকে, আটককৃতদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দাবি করেছেন যে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট এই ধরনের শত শত আদেশ পাস করেছে, কিন্তু রাজ্য বেছে বেছে শুধুমাত্র কয়েকটি আদেশকে বিরোধিতা করেছে। এখতিয়ারের বিষয়ে, আটককৃতদের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণীত সংবিধানের ২২৬ ধারা-এর অধীনে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী অনুসারে, এই ধরনের রিটগুলিকে হেবিয়াস কর্পাস রিট হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নিয়মাবলী অনুসারে এটিকে হেবিয়াস কর্পাস রিট হিসাবে বর্ণনা না করলে এই ধরনের রিট গ্রহণ করা হবে না। আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি হেবিয়াস কর্পাস রিট প্রযোজ্য হবে এবং আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, মামলার বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, এই আদালত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রয়োগকৃত বিচক্ষণতায় হস্তক্ষেপ করবে না। আটককৃতদের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শেষ পর্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, বন্দীরা দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে রয়েছে এবং সাধারণ রেমিশনের নিয়ম অনুসারেও তারা মুক্তির অধিকারী হবে। আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, একই রকম পরিস্থিতিতে থাকা অন্যান্য অনেক আটককৃতকে ইতিমধ্যেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে এই আদালত কর্তৃক পাস করা বেশ কয়েকটি আদেশ আমাদের নজরে এনেছেন। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, এই আদেশগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই আদালত মাদ্রাজ হাইকোর্টের বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেওয়ার পদ্ধতিকে অনুমোদন করেনি, তবে আটককৃতের দীর্ঘ কারাবাসের কারণে মুক্তির আদেশকে বহাল রেখেছে।

১২. আমরা মনে করি যে, এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করা উচিত এবং আইনি সমস্যাটি সমাধান করা উচিত। হাইকোর্ট কর্তৃক মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে রাজ্যের দ্বারা বেছে বেছে আবেদন দাখিলের আপত্তির বিষয়ে, সেই আপত্তি অর্থহীন। আমরা অন্যান্য আদেশ সম্পর্কে অবগত নই এবং, কোনো অবস্থাতেই, ভারতের সংবিধানের ১৪ ধারা-এর অধীনে নেতিবাচক বৈষম্যের কোনো দাবি থাকতে পারে না।

১৩. ভারতের সংবিধানের ২২৬ ধারা হাইকোর্টগুলিকে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে প্রদত্ত যেকোনো অধিকার প্রয়োগের জন্য হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, প্রোহিবিশন, কুও ওয়ারেন্টো এবং সার্টিওরারি প্রকৃতির রিট সহ নির্দিষ্ট রিট জারি করার ক্ষমতা দেয়। এই ক্ষেত্রে, আমরা হেবিয়াস কর্পাস রিট নিয়ে কাজ করার সময় হাইকোর্টের এখতিয়ারের পরিধি এবং সীমা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

১৪. এটি আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, যখন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হয়, তখন হেবিয়াস কর্পাস রিট একটি প্রতিকার হিসাবে উপলব্ধ। এটি নাগরিকের স্বাধীনতাকে বেআইনি বা অযৌক্তিক আটক থেকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি প্রক্রিয়াগত রিট, তা সে রাষ্ট্র দ্বারা আটক থাকুক বা ব্যক্তিগতভাবে আটক থাকুক। বিচারপতি হিদায়াতুল্লাহ (তৎকালীন) যেমন বলেছিলেন; "হেবিয়াস কর্পাস রিট কেবল রাষ্ট্রীয় আটক থেকে মুক্তির জন্য নয়, ব্যক্তিগত আটক থেকেও মুক্তির জন্য জারি করা হয়।"[১] একই সময়ে, আইনটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যেখানে একজন ব্যক্তির মুক্তি চাওয়া হচ্ছে তার আটক বা কারাবাস কোনো আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে বা আইন অনুযায়ী কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা হয়, সেখানে হেবিয়াস কর্পাস রিট প্রযোজ্য হবে না এবং এই ধরনের প্রার্থনা আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

১৫. ডাইসির মতে, - "যদি, সংক্ষেপে, কোনো পুরুষ, মহিলা, বা শিশুকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, বা আপাতদৃষ্টিতে ভালো কারণের ভিত্তিতে তা দাবি করা হয়, তবে আদালত সর্বদা হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করবে যে ব্যক্তির হেফাজতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি রয়েছেন তাকে আদালতে হাজির করার জন্য, এবং যদি তিনি আইনসম্মত কারণ ছাড়াই আটক থাকেন, তবে তাকে মুক্ত করা হবে।"[২]

১৬. হ্যালসবারি'স লস অফ ইংল্যান্ডে, হেবিয়াস কর্পাস রিটকে "সবচেয়ে দুর্বল প্রজার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপলব্ধ একটি প্রতিকার" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] এটি এমন একটি সার্বভৌম এবং অসামান্য কর্তৃত্বের রিট যে কোনো ব্যক্তি বা স্থানের বিশেষাধিকার এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।[৪]

১৭. একজন ব্যক্তির আটক বা কারাবাস যখন আইনের কর্তৃত্ব ছাড়া হয়, তখনই কেবল হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করা যেতে পারে। যদিও ল্যাটিন শব্দগুচ্ছ হেবিয়াস কর্পাস-এর আক্ষরিক অর্থ 'শরীর হাজির করা', সময়ের সাথে সাথে শরীরের উপস্থিতি প্রায়শই জোর দিয়ে বলা হয় না, তবে আইনত এটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে শরীরটি অবৈধ আটকের অধীনে আছে কিনা। হেবিয়াস কর্পাস প্রায়শই প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে একটি প্রতিকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ এমন ক্ষেত্রে আটকাদেশের বৈধতা অন্য কোনো আদালতে বিরোধিতা করা যায় না এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের জন্য কেবল রিট এখতিয়ারই উপলব্ধ থাকে। হেবিয়াস কর্পাস পিটিশনের পরিধি সময়ের সাথে সাথে প্রসারিত হয়েছে এবং এই রিটটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় যখন একজন পত্নী দাবি করেন যে তার পত্নীকে বাবা-মা অবৈধভাবে আটক করে রেখেছেন।

---

[১]. মহম্মদ ইকরম বনাম ইউ.পি. রাজ্য, এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৬২৫

[২]. এ.ভি. ডাইসি, ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ দ্য ল অফ দ্য কনস্টিটিউশন, ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোং, লিমিটেড, পৃ. ২১৫ (১৯১৫)

[৩]. হ্যালসবারি'স লস অফ ইংল্যান্ড, (৪র্থ সংস্করণ) ভলিউম ১১, অনুচ্ছেদ ১৪৫৪ পৃ. ৭৬৯

[৪]. ভি.জি. রামচন্দ্রন'স ল অফ রিটস, বিচারপতি সি.কে. ঠাক্কার এবং এম.সি. ঠাক্কার কর্তৃক সংশোধিত, ইস্টার্ন বুক কোম্পানি, পৃ. ১০৩৬, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২০০৬)

এই রিট শিশুদের হেফাজতের ক্ষেত্রেও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। যদিও এর পরিধি প্রসারিত হতে পারে, এই রিটের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং এর সবচেয়ে মৌলিক সীমাবদ্ধতা হলো যে, আদালত, কোনো হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করার আগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, আটককৃত ব্যক্তি কোনো আইনি কর্তৃত্ব ছাড়াই আটক রয়েছেন।

১৮. এই মামলাগুলিতে, আটককৃতদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং যেমন তাদের আটককে অবৈধ বলা যাবে না। এটি রিট আদালতের কাজ নয় যে একজন বন্দী প্যারোল বা রেমিশনের অধিকারী কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া, এবং এই বিষয়গুলি সরাসরি সরকারের ডোমেইনে পড়ে।

১৯. আটককৃতদের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী এই আদালতের সুনীল বাত্রা (II) বনাম দিল্লি প্রশাসন [৫] মামলায় প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার তার অনুকরণীয় শৈলীতে হেবিয়াস কর্পাস এখতিয়ারের প্রসারিত পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে, হেবিয়াস কর্পাস-এর পরিধি সম্পর্কে তার মতামত উল্লেখ করার আগে, যে বাস্তবিক পরিস্থিতি মামলার ফাইল করার কারণ হয়েছিল, তা উল্লেখ করতে হবে। সুনীল বাত্রা জানতে পারেন যে কিছু বন্দী কারাগারের প্রধান ওয়ার্ডেন দ্বারা নির্যাতন করা হচ্ছে যাতে দর্শনার্থী আত্মীয়দের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা যায়। তিনি এই বিষয়টি এই আদালতের নজরে আনেন এবং এই আদালত সংবিধানের ধারা ৩২ এর অধীনে তার আবেদন গ্রহণ করে এই মর্মে রায় দেয় যে, "এই কার্যক্রমগুলি, যদিও কঠোরভাবে ঐতিহ্যবাহী নয়, তবে স্পষ্টতই হেবিয়াস কর্পাস রিটের প্রকৃতির এবং তাই ধারা ৩২-এর বিস্তৃত পরিধির মধ্যে পড়ে।" আদালত কারাগারে বন্দীদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে কীভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছিল সেই অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এই প্রেক্ষাপটেই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"৫....কারাগারগুলি ভারতীয় ভূখণ্ডের অংশ এবং যখন তৃতীয় অংশটি একজন দোষী কর্তৃক আহ্বান করা হয়, তখন কারাগারের কর্মকর্তারা 'সামান্য, সংক্ষিপ্ত কর্তৃপক্ষ পরিহিত' হয়ে ভারতীয় সংবিধানকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। কারণ যখন একজন বন্দী আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন সংবিধান একটি ধাক্কা খায়। এবং যখন আদালত এই ধরনের সহিংসতা ও লঙ্ঘনের বিচার করে, তখন এটি, স্বর্গের শিকারী কুকুরের মতো, 'কিন্তু অবিচ্ছিন্ন তাড়া, এবং অবিচলিত গতিতে, ইচ্ছাকৃত গতি এবং মহিমান্বিত তাৎক্ষণিকতায়' সরকারি অপরাধীকে অনুসরণ করে এবং বেআইনি অভিযানকে ভ্রূকুটি করে।"

২০. এই আদালত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের বিকাশের কথা উল্লেখ করেছে এবং রায় দিয়েছে যে, হেবিয়াস কর্পাস প্রকৃতির রিট প্রচলিত সংকীর্ণতা পেরিয়ে জারি করা যেতে পারে এবং আদালতের অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত যে সাজার মেয়াদকালে বন্দীকে কীভাবে রাখা হয় এবং তার সাথে কেমন আচরণ করা হয়।

---

[৫] (১৯৮০) ৩এস.সি.সি. ৪৮৮

একথা মনে রাখতে হবে যে, যেকোনো ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি মেনেই তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে। অতএব, যখন একজন ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়; সেটা তদন্ত চলাকালীন ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭ ধারা-এর অধীনে জারি করা রিমান্ডের আদেশে হোক, বা জামিনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে হোক, অথবা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর হোক; সে আদালতের আদেশের কারণেই কারারুদ্ধ থাকে। যে আদালত আইন অনুযায়ী একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করে, সেই আদালতেরও দায়িত্ব হলো নিশ্চিত করা যে, কারারুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিকে তার অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না, যেগুলোর সে অধিকারী। অতএব, এই যুক্তিতে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না যে, যে কেউ কারারুদ্ধ এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে বা তাকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সে হেবিয়াস কর্পাস রিটের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ারের উপযুক্ত ভাষায়:

"২৬. যেখানে অমানবিকতার কাছাকাছি অবিচার, তৃতীয় অংশে নিশ্চিত করা মানবাধিকারকে ছিন্নভিন্ন করে তোলে এবং ভুক্তভোগী হস্তক্ষেপ ও মুক্তির জন্য আদালতের কাছে আবেদন করে, সেখানে এই আদালত একটি সাংবিধানিক যন্ত্র হিসাবে কার্যকরীভাবে অর্থহীন হবে যদি ভুল সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত এর বন্দুকগুলি কাজ শুরু না করে। আদালত বইয়ের মধ্যে সর্বশক্তিমান একটি দূরবর্তী বিমূর্ততা নয়, বরং একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান যা জনআশার কেন্দ্রবিন্দু। আমরা মনে করি যে আদালত নতুন বিরোধিতা মোকাবেলায় রিট জারি করতে পারে। লর্ড স্কারম্যানের একই ধরনের সতর্কবাণী, তার ইংলিশ ল - দ্য নিউ ডাইমেনশনস-এ, একটি উৎসাহব্যঞ্জক পূর্বাভাস। আপত্তি, যদি কোনো থাকে, অপ্রচলিত কারণ একটি কারাগারের পরিস্থিতিতে, এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ [সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি অ্যাডমিন., (১৯৭৮) ৪ এসসিসি ৪৯৪ এবং সোভারাজ (১৯৭৮) ৪ এসসিসি ৪৯৪] কারাগারের কর্মকর্তাদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেছিল, যাতে বিচারাধীন বন্দীকে লোহার শিকলে না রাখা হয় বা আপিলের অধীনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের নির্জন কক্ষে বন্দী না করা হয়।

২৭. একবার এখতিয়ার মঞ্জুর হলে - এবং আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিশ্চিত করছি যে, আদালতের ৩২ ধারা এবং ২২৬ ধারা এর অধীনে স্পষ্ট ক্ষমতা রয়েছে এবং তাই কারাগারের পরিস্থিতিতে সাজাপ্রাপ্তদের ত্রাণ দেওয়ার একটি জনকর্তব্য রয়েছে - পরবর্তী প্রশ্ন হল সেই এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য বিচারিক সমর্থন। এখানেও, সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি অ্যাডমিন., (১৯৭৮) ৪ এসসিসি ৪৯৪ একটি পথ তৈরি করেছে, এবং এটি বাধ্যতামূলক।

২৮. বন্দীরা কি মানুষ? হ্যাঁ, অবশ্যই। নেতিবাচক উত্তর দেওয়া মানে জাতিকে এবং সংবিধানকে অমানবিকতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা এবং বিশ্ব আইনি ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা, যা এখন বন্দী অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বন্দীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, যেখানে আমাদের দেশ সম্মতি স্বাক্ষর করেছে।

সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, (১৯৭৮) ৪ এসসিসি ৪৯৪ মামলায়, এই আদালত "হ্যান্ডস-অফ" মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং রায় দিয়েছে যে একজন ব্যক্তি কারাগারে প্রবেশ করলেও তার মৌলিক অধিকারগুলি বিলুপ্ত হয় না, যদিও কারাবাসের কারণে সেগুলি সংকুচিত হতে পারে। আমাদের সাংবিধানিক সংস্কৃতি এখন কারাগার বিচার এবং বিচারিক এখতিয়ারের পক্ষে ক্রিস্টালাইজড হয়েছে: (এসসিসি পৃ. ৫০৪, অনুচ্ছেদ ৪)

"কারাগারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং নিষ্ঠুরতাকে সাংবিধানিক লাগামে রাখতে এই আদালতের রিটের বিচারিক ক্ষমতা এবং পরিধি অনস্বীকার্য, কিন্তু প্রশাসনিক বিচক্ষণতায় কৌতুকপূর্ণ হস্তক্ষেপ আইনি অভিশাপ, যদি না সাংবিধানিক অধিকার বা নির্ধারিত পদ্ধতির লঙ্ঘন ঘটে।"

একজন বন্দীর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার রিট আবেদন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

২১. হেবিয়াস কর্পাস রিট একজন আটককৃত ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হলে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বলে রায় দেওয়ার পর, যে প্রশ্নটি উত্তরহীন রয়ে যায় তা হল, বর্তমান মামলায় আটককৃতদের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছিল কিনা যা তাদের কারাগার থেকে মুক্তির নির্দেশ জারি করতে পারত। আমরা এই আদালতের কর্নেল ডঃ বি. রামচন্দ্র রাও বনাম ওড়িশা রাজ্য এবং অন্যান্য মামলায়[৬] প্রদত্ত রায়ের উল্লেখ করতে পারি, যেখানে এই আদালতের সামনে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আবেদনকারীর আটকাদেশের নির্দেশগুলি অবৈধ ছিল। এই মামলায় আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"৫....এই আদালত, একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, হেবিয়াস কর্পাস রিটের কার্যক্রমে এই ধরনের বিতর্কে প্রবেশ করে না। যেখানে একজন ব্যক্তিকে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক এমন একটি আদেশ দ্বারা কারাগারের হেফাজতে পাঠানো হয় যা প্রাথমিকভাবে এখতিয়ারবিহীন বা সম্পূর্ণ অবৈধ বলে মনে হয় না, সেখানে এই ধরনের রিট মঞ্জুর করা হয় না এবং আমরা সন্তুষ্ট নই যে বর্তমান মামলাটি এমন নয়।"

২২. কানুগো সানিয়াল বনাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দার্জিলিং[৭] মামলায় এই আদালত হেবিয়াস কর্পাস রিট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"৪. হেবিয়াস কর্পাস রিটের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে দেখা যাবে যে, এটি মূলত একটি পদ্ধতিগত রিট।"

---

[৬] (১৯৭২) ৩ এসসিসি ২৫৬

[৭] (১৯৭৩) ২ এসসিসি ৬৭৪

এটি বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে, মূল আইন নিয়ে নয়। এই রিটের উদ্দেশ্য হলো এমন একজন ব্যক্তির মুক্তি নিশ্চিত করা, যাকে অবৈধভাবে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে..."

২৩. মনুভাই রতিলাল প্যাটেল বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যরা[৮] মামলায়, একটি রিমান্ডের আদেশ এই আদালতে বিরোধিতা করা হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক রায়[৯] উল্লেখ করার পর, যা আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করছি না কারণ এই রায়ে সেগুলি সবই বিবেচনা করা হয়েছে, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"৩১....এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, যখন একজন ব্যক্তিকে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক একটি আদেশ দ্বারা বিচারিক হেফাজতে বা পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়, যা প্রাথমিকভাবে এখতিয়ারবিহীন বা সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে বা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে পাস করা হয়েছে বলে মনে হয় না, তখন হেবিয়াস কর্পাস রিট গ্রহণ করা উচিত নয়..."

২৪. সৌরভ কুমার বনাম জেইলার, কোনিলা জেল[১০] মামলায়, এই আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আবেদনকারী বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের একটি আদেশ বলে বিচারিক হেফাজতে ছিল এবং তাই তাকে অবৈধ আটককৃত বলা যায় না। তৎকালীন বিচারপতি টি.এস. ঠাকুর, তার সহমত রায়ে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:

"২২. উপরের প্রেক্ষাপটে আমাদের কাছে একমাত্র প্রশ্ন হলো, আবেদনকারীকে কি অবৈধ হেফাজতে রাখা হয়েছে বলা যায়। এই প্রশ্নের আমাদের উত্তর নেতিবাচক। আমরা সতর্কতার সাথে নথি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, আবেদনকারী একজন আসামি যিনি অপরাধের জন্য বিচার প্রক্রিয়ার মুখোমুখি, যার বিচার উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তিনি বর্তমানে উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রিমান্ড আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে হেফাজতে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে, হেবিয়াস কর্পাস রিট সম্পূর্ণ ভুল..."

২৫.মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম তাসনিম রিজওয়ান সিদ্দিকী[১১] মামলায় একই মত প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আটককৃত হেফাজতে থাকে, তখন কোনো হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করা যাবে না। বর্তমান মামলাগুলির ক্ষেত্রে, এটি বিতর্কিত নয় যে, আটককৃতরা

---

[৮] (২০১৩) ১ এসসিসি ৩১৪

[৯] রণজিৎ সিং বনাম পেপসু রাজ্য, এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৮৪৩; উম্মু সাবিনা বনাম কেরালা রাজ্য, (২০১১) ১০ এসসিসি ৭৮১; ইন দ্য ম্যাটার অফ-মধু লিমায়ে অ্যান্ড অন্যান্যরা, (১৯৬৯) ১ এসসিসি ২৯২; তালিব হোসেন বনাম জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রাজ্য, (১৯৭১) ৩ এসসিসি ১১৮; সঞ্জয় দত্ত বনাম স্টেট (II), (১৯৯৪) ৫ এসসিসি ৪১০

[১০] (২০১৪) ১৩ এসসিসি ৪৩৬

[১১] (২০১৮) ৯ এসসিসি ৭৪৫

উপযুক্ত আদালতের দ্বারা আরোপিত এবং এই আদালত কর্তৃক নিশ্চিতকৃত দোষী সাব্যস্ততা এবং সাজার পরিপ্রেক্ষিতে কারাগারে রয়েছে, যার ফলে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

২৬. গোপাল বিনায়ক গডসে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যরা[১২] মামলায় যাবজ্জীবন কারাবাসের অর্থ নিয়ে বিচার করতে গিয়ে এই আদালত রায় দিয়েছে:

"...যদি না প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত দণ্ড পরিবর্তন বা মওকুফ করা হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন বন্দী আইনতভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কারাগারে ভোগ করতে বাধ্য।"

এরপর, মারু রাম বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন[১৩] মামলায় একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ গোপাল বিনায়ক গডসের মামলার (উপরে উল্লিখিত) রায় অনুমোদন করে এবং রায় দেয় যে "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়..."

২৭. আমরা আরও উল্লেখ করতে চাই যে, দণ্ড মওকুফ বা শর্তসাপেক্ষ মুক্তি বন্দীর একটি সহজাত অধিকার নয়। এটি কিছু শর্ত পূরণের মাধ্যমে বন্দীর জন্য উপলব্ধ একটি বিশেষ সুবিধা। এটি একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতা যা সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী/প্রবিধানের অধীনে এই ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে প্রয়োগ করতে হবে। আদালত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না, যদিও একবার ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলে, আদালত রায় দিতে পারে যে ক্ষমতা প্রয়োগ বিধি অনুযায়ী হয়নি। তার যুক্তির সমর্থনে, বন্দীদের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিধিমালার উপর নির্ভর করেছেন এবং বিধিমালার ১ ধারা উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

"নির্দেশ, আদেশ বা রিট-এর জন্য একটি আবেদন, যার মধ্যে বন্দী হাজির করার আদেশ (হিবিয়াস করপুস), পরমাদেশ (মান্দামাস), উৎপ্রেষণ (সারতিওরারি), কুরান্টো (কুও ওয়াররান্ত), নিষেধাজ্ঞা (প্রহিবিসন) বা উৎপ্রেষণমূলক পরমাদেশ (শংসাপত্রমূলক মানাদ্মাস) বা অন্য যেকোনো রিট, একটি শপথপত্রের সাথে একটি আবেদনের আকারে হবে যাতে তথ্য, ভিত্তি এবং প্রার্থনা থাকবে..."

তিনি বিধিমালার ১১, ১২ এবং ১৩ ধারাও উল্লেখ করেছেন যা বিশেষভাবে বন্দী হাজির করার আদেশের আবেদনগুলো নিয়ে কাজ করে এবং নিম্নরূপ:

১১ বিধি:

"সমস্ত বন্দী হাজির করার আদেশের আবেদনগুলোতে, আবেদনের কারণ শিরোনামে এবং সাথে থাকা শপথপত্রে,

---

[১২] (১৯৬১) ৩ এস. সি. আর ৪৪০

[১৩] (১৯৮১) এস. সি. সি ১০৭

মামলা সংখ্যার ঠিক নিচে এবং আবেদনকারীর নামের উপরে, ডানদিকে নিম্নলিখিত ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

"(বন্দীর বিষয়ে) (আটকাদেশে উল্লিখিত বন্দীর পুরো নাম)। পুরো মামলার শিরোনাম বন্দী হাজির করার আদেশের আবেদন এবং সহায়ক শপথপত্র উভয় স্থানেই উল্লেখ করতে হবে।"

বিধি ১২:

"প্রতিটি বন্দী হাজির করার আদেশের আবেদনে নিম্নলিখিত বিন্যাসে একটি তালিকা থাকতে হবে:

(i) বন্দীর নাম

(ii) পিতা/স্বামীর নাম

(iii) বয়স

(iv) স্থায়ী ঠিকানা

(v) শনাক্তকরণ চিহ্ন/(আটকাদেশে উল্লিখিত হিসাবে)

(vi) আটকাদেশের তারিখ

(vii) আটকাদেশের রেফারেন্স সংখ্যা

(viii) কারাগারের নাম, যেখানে বন্দীকে রাখা হয়েছে

(ix) কারাগার সংখ্যা ...."

বিধি ১৩:

আবেদনকারী বা শপথপত্রের সাক্ষ্যদাতার নিম্নলিখিত ঘোষণা সহায়ক শপথপত্রের শেষ অনুচ্ছেদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

"আবেদনকারী ঘোষণা করছে যে, এই আদালত বা অন্য কোনো হাইকোর্ট বা ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে একই বন্দীর শরীর হাজির করার জন্য অথবা বিতর্কিত আটকাদেশকে বিরোধিতা করে একই সাথে অন্য কোনো বন্দী হাজির করার আদেশের আবেদন দাখিল বা উত্থাপন করা হয়নি।"

"আবেদনকারী আরও ঘোষণা করছে যে, উপরে বর্ণিত তথ্যগুলো তার জ্ঞান অনুযায়ী সত্য ও নির্ভুল এবং কোনো তথ্য গোপন বা দমন করা হয়নি।"

২৮. ভারতের সংবিধানের ২২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উচ্চ আদালতগুলো বিধি প্রণয়নে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তবে এই ক্ষমতা ভারতের সংবিধানের বিধানাবলী এবং সংশ্লিষ্ট আইনসভার যেকোনো আইনের বিধানাবলীর অধীন। ২২৫ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ:

"২২৫. বিদ্যমান উচ্চ আদালতগুলোর অধিক্ষেত্র – এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং এই সংবিধান দ্বারা আইনসভাকে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে প্রণীত সংশ্লিষ্ট আইনসভার যেকোনো আইনের বিধানাবলীর অধীন, বিদ্যমান যেকোনো হাইকোর্টের অধিক্ষেত্র এবং সেখানে পরিচালিত আইন, এবং আদালতের বিচার প্রশাসনে তার বিচারকদের নিজ নিজ ক্ষমতা, যার মধ্যে আদালতের বিধি প্রণয়ন এবং আদালতের একক বা বিভাগীয় বেঞ্চের অধিবেশন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত, সংবিধান শুরুর ঠিক আগের মতোই থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব সম্পর্কিত বা রাজস্ব সংগ্রহে আদেশকৃত বা সম্পাদিত কোনো কাজ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে যেকোনো উচ্চ আদালত কর্তৃক মূল অধিক্ষেত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধান শুরুর ঠিক আগে যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তা আর এই ধরনের অধিক্ষেত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।"

২৯. বন্দীদের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী বিধিমালার ১১, ১২ এবং ১৩ ধারা উল্লেখ করে জানান যে, বিধিমালার ১২ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারীরা যদি আটকাদেশ, বন্দীকে যে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে তার নাম, কারাগার সংখ্যা উল্লেখ না করে এবং আটকাদেশকে বিরোধিতা না করে, তবে রিট গ্রহণ করা হবে না। কোনো রিটকে কী বর্ণনা দেওয়া হবে তা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। কিন্তু বিধিমালা সংবিধান দ্বারা অর্পিত নয় এমন অধিক্ষেত্র প্রদান করতে পারে না। আমরা অন্যভাবেও বন্দীদের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর যুক্তি গ্রহণ করতে পারছি না কারণ বিধিমালা স্পষ্টতই আটক/ প্রতিরোধমূলক আটকের ঘটনাগুলো নিয়ে কাজ করে যেখানে বন্দী হেফাজতে আছে। যদি সেই হেফাজত আইনসম্মত হয়, তবে স্পষ্টতই বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কোনো বন্দী হাজির করার আদেশের রিট জারি করা যাবে না। আমরা আরও মনে করি যে, কেবল এই কারণে যে বিধিমালাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবেদনে আটকাদেশ, কারাগার ইত্যাদির বিবরণ দিতে হবে, তার মানে এই নয় যে, যেখানে বিধিমালা নীরব সেখানে বন্দী হাজির করার আদেশের রিট জারি করা যাবে না।

বিধি সংবিধানকে অতিক্রম করতে পারে না।

৩০. যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে, যদি কোনো বন্দী ব্যক্তিগত হেফাজতে থাকে, তাহলেও বন্দী হাজির করার আদেশের রিট চলবে। যদি বিধি সংবিধানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে সম্ভবত মাদ্রাজ হাইকোর্টে ব্যক্তিগত হেফাজতের ক্ষেত্রে বন্দী হাজির করার আদেশের কোনো রিট গৃহীত হবে না। এটি ভারতের সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী হবে। অতএব, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে বিধিমালার উল্লেখ কোনো সাহায্য করবে না।

৩১. বর্তমান মামলায় আমাদের সামনে যে বিষয়টি রয়েছে তা হলো, উচ্চ আদালত ১.০২.২০১৮ তারিখের জি.ও. (এমএস) সংখ্যা ৬৪ এর অধীনে একজন আবেদনকারীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে কিনা। আমরা তা মনে করি না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, বন্দীদের করা আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করা হয়নি। আমাদের মতে, আদালতের জন্য সঠিক পন্থা ছিল বন্দীদের আবেদনগুলো স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া। এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে, পরিকল্পনাটি একজন প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের পরিকল্পনা করে, জেলা পর্যায়ের কমিটি দ্বারা একটি নির্দেশনা এবং তারপরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং আঞ্চলিক প্রবেশন অফিসারের সামনে এবং তারপর রাজ্য পর্যায়ের কমিটির সামনে রাখতে হবে, আমরা মনে করি যে, আবেদন দাখিল করার সময় অনুসারে রাজ্যকে সেগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য ২-৩ মাস সময় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। যখন আবেদন দাখিলের মাত্র কয়েকদিন আগে আবেদন দাখিল করা হয়, তখন আদালত একই বিষয় বিবেচনা করার জন্য ৩ মাস পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করতে ন্যায্য হতে পারে। তবে, যদি আবেদন কয়েক মাস আগে দাখিল করা হয় এবং প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন ইতিমধ্যেই উপলব্ধ থাকে, তবে কম সময় দেওয়া যেতে পারে। কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় না, তবে আদালতকে আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য রাজ্যকে যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে। আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে, এই পর্যায়ে আদালত নিজেই পরিকল্পনার অধীনে বন্দীর মুক্তির যোগ্যতা পরীক্ষা করতে পারে না। উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যা কমিটিগুলোকে বিবেচনা করতে হবে। প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন কেবল সেগুলোর মধ্যে একটি। এর পরে, জেলা কমিটিকে একটি সুপারিশ করতে হবে এবং অবশেষে রাজ্য পর্যায়ের কমিটিই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে, উচ্চ আদালত এই বিষয়ে সক্ষম কর্তৃপক্ষকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ না দিয়ে অবিলম্বে বন্দীকে মুক্তির নির্দেশ দিয়ে ভুল করেছে।

কেবল একটি দীর্ঘ সময় ধরে মাদ্রাজ হাইকোর্টে এই ধরনের রিট জারির প্রথা চলে আসছে বলেই এই আদেশগুলো আইনসম্মত হবে না, যদি আদেশগুলো অধিক্ষেত্রবিহীন হয়। অতীতের প্রথা বা রাজ্য কিছু আদেশের বিরুদ্ধে আপিল না করাই এই আদেশগুলোকে আইনসম্মত বলার জন্য যথেষ্ট নয়।

৩২. যদি, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, সংশ্লিষ্ট সরকারি আদেশনামার (জি.ও.) ৫(১) অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী রাজ্য পর্যায়ের কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই একটি আবেদন দাখিল করা হয়, তাহলে আদালতের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট কমিটি/কর্তৃপক্ষকে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া। স্পষ্টতই, খুব বেশি সময় দেওয়া যাবে না কারণ একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই আদেশটি হবে পরমাদেশ (মানাদামাস) প্রকৃতির একটি রিট, যা রাজ্যকে এই পরিকল্পনার অধীনে তার কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেবে। যদি তারা এই পরিকল্পনার অধীনে সুবিধা দিতে অস্বীকার করে, তবে কর্তৃপক্ষকে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করতে হবে। একবার একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি হলে, স্পষ্টতই বন্দীর সেই আদেশকে বিরোধিতা করার অধিকার থাকে, তবে সেটি আবার বন্দী হাজির করার আদেশের রিট হবে না, বরং তা উৎপ্রেষণ (সারতিওরারি) রিটের মতো হবে। এমন ক্ষেত্রে, যেখানে যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করা হয়েছে, উচ্চ আদালত মামলার নথি তলব করতে পারে, তা পরীক্ষা করতে পারে এবং পরিকল্পনার মাপকাঠিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করার পর সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, অকাল মুক্তির প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের আদেশটি যৌক্তিক কিনা। যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে আসে যে আদেশটি সঠিক আদেশ নয়, তবে স্পষ্টতই এটি বন্দীকে পরিকল্পনার সুবিধা দিয়ে মুক্তির নির্দেশ দিতে পারে। এমন ঘটনাও থাকতে পারে যেখানে আদালত আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও ১.০২.২০১৮ তারিখের জি.ও. (এমএস) সংখ্যা ৬৪ অনুসারে আবেদনকারীর মুক্তির আবেদন সম্পর্কে রাজ্য কোনো আদেশ জারি নাও করতে পারে। যদি কোনো আদেশ জারি না হয় এবং দেরির জন্য কোনো ব্যাখ্যা না থাকে, তবে আদালত আবার মামলার রেকর্ড তলব করতে এবং নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তা পরীক্ষা করে আদেশ জারি করতে ন্যায্য হবে।

৩৩. বর্তমান মামলাগুলোর ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইকোর্টের সামনে প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও, তারা কেবল প্রবেশন অফিসারের আদেশের একটি লাইন উল্লেখ করেছে, সম্পূর্ণ প্রতিবেদন নয়। সকল মামলার প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন প্রায় অভিন্ন। একটি প্রতিবেদন নিম্নরূপ:-

"একজন বন্দীর অকাল মুক্তি সংক্রান্ত প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন

এম।ই নং	৩৯/২০১৮		তারিখ	০৭/২০/২০১৮
বন্দীর নম্বর এবং নাম		৪৩৪৬, আবুতাহির পুত্র হুসেন, কেন্দ্রীয় কারাগার, কোয়েম্বাটুর		
১	যদি উপরে উল্লিখিত বন্দী অকাল মুক্তি পায়,২			
	(ক)	ওই জায়গায় এর প্রভাব কী হবে		অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল যে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
	(খ)	মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের মানসিক অনুভূতি কেমন হবে		শত্রুতা এখনও বিদ্যমান।
	(গ)	পরিবারের সদস্য/আত্মীয়রা কি তাকে তাদের মধ্যে গ্রহণ করবে এবং তাদের পুরনো সম্পর্ক পুনর্নবীকরণ করবে?		হ্যাঁ
	(ঘ)	বন্দীর জীবন কি নিরাপদ থাকবে		প্রাণের ঝুঁকি আছে।
২		স্থানীয় সাব-ইন্সপেক্টর অফ পুলিশের প্রতিবেদন অনুসারে, যদি বন্দীকে অকালে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে পূর্বের শত্রুতার কারণে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।		কোয়েম্বাটোর সিটি পুলিশ কমিশনারের মতে, বন্দীর অকাল মুক্তি ধর্মীয় কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।
৩		বন্দীর পূর্ববর্তী আচরণ এবং তার ইতিহাসের সারসংক্ষেপ।		সন্তোষজনক।
৪		বন্দীকে কি পূর্বে কোনো শাস্তি দেওয়া হয়েছে		না
৫		বন্দীর নামে কি কোনো সম্পত্তি এবং স্থায়ী বাসস্থান আছে? যদি থাকে, তবে দয়া করে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ এবং মূল্য দিন।		স্থায়ী ঠিকানা পাওয়া গেছে, তবে কোনো সম্পত্তির মালিক নন।
৬		বন্দীর জন্য কি কোনো আত্মীয় জামিনদার হিসেবে দাঁড়াচ্ছেন? যদি হ্যাঁ হয়, তবে তাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং বর্তমান অবস্থা প্রদান করুন।		হ্যাঁ
৭		যদি বন্দীকে অকালে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহলে কি সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে		হ্যাঁ
৮		হত্যা কি কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় বিদ্বেষ অথবা আত্মতুষ্টির কারণে সংঘটিত হয়েছিল এবং বিদ্বেষটি কি এখনও বিদ্যমান আছে কিনা		হত্যার ঘটনাটি ধর্মীয় সমস্যার কারণে ঘটেছিল এবং শত্রুতা এখনও বিদ্যমান।
৯		ভালো আচরণের প্রতিশ্রুতিতে ছুটিতে থাকাকালীন তার আচরণ কেমন ছিল		তাকে পুলিশ প্রহরায় ছুটি দেওয়া হয়েছিল।
১০		বন্দীর অকাল মুক্তি কি সুপারিশ করা হয়েছে		সুপারিশ করা হয়নি।
১১		বন্দীর অকাল মুক্তি সম্পর্কে প্রবেশন অফিসারের মন্তব্য।		উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য, আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে বন্দীর অকাল মুক্তি সুপারিশ করা হয়নি।
				স্বাক্ষরিত/- প্রবেশন অফিসার, বিভাগ-১, কারাগার অধিদপ্তর, কোয়েম্বাটোর - ৬৪১০৩৭

যদিও প্রাসঙ্গিক স্তম্ভগুলো হলো ১(খ), ১(ঘ), ২, ৮, ৯, ১০ এবং ১১ নম্বর, উচ্চ আদালত কেবল ১(ঘ)-তে যা বলা হয়েছে তা নিয়েই আলোচনা করেছে এবং প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের অন্যান্য পর্যবেক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করেনি। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এটি মোটেও সঠিক ছিল না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে, তবে পুনরাবৃত্তি এড়াতে সেগুলো এখানে পুনরায় বলা হচ্ছে না।

৩৪. আমরা প্রতিটি মামলার নথি পরীক্ষা করেছি এবং এখন আমরা প্রতিটি মামলা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করব।

২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৪

(২০২০ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (ফৌজদারি) নং ৬২৬)

(২০১৯ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (ফৌজদারি) ডি. নং ১৮০৪৬)

৩৫. বন্দী যখন আটক হয়েছিল, তখন তার বয়স ছিল প্রায় ২১ বছর। ১৭ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে এবং বর্তমানে তার বয়স প্রায় ৩৮ বছর। আমাদের জানানো হয়েছে যে, কারাগারে আটক থাকার সময় তিনি নিম্নলিখিত শিক্ষা কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করেছেন:

১)	মে ২০০৭	ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস
২)	০৬.০৩.২০০৯ থেকে ০৫.০৯.২০০৯	রেডিও ও টি. ভি. রিপেয়ারিং
৩)	মে ২০১০	মাস্টার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস
৪)	জানুয়ারী ২০১৩	ডেস্ক টপ পাবলিশিং
৫)	মে ২০১৩	মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন হিউম্যান রিসোর্সেস
৬)	জুলাই ২০১৩	পিজি ডিপ্লোমা
৭)	০৭.১০.২০১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
৮)	০৪.০৯.২০১৩ থেকে ০৩.১২.২০১৩	ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং
৯)	জানুয়ারী ২০১৪	এমএ (ক্রিমিনোলজি ও ক্রিমিনাল জাস্টিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
১০)	জানুয়ারী ২০১৪	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সার্ভিসিংয়ে ডিপ্লোমা
১১)	মে ২০১৪	এমএ (জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন)
১২)	জুন ২০১৪	ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া আর্ট
১৩)	১০.০৩.২০১৪ থেকে ০৭.১১.২০১৪	টেইলারিং ও এমব্রয়ডারি
১৪)	১৯.০২.২০১৫ থেকে ২৫.০২.২০১৫	মাশরুম চাষ
১৫)	মে ২০১৫	ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস-এ পিজি ডিপ্লোমা
১৬)	জুলাই ২০১৬	প্রোগ্রাম: এমটিএম
১৭)	জুলাই ২০১৬	সার্টিফিকেট ইন গাইডেন্স
১৮)	জুলাই ২০১৬	প্রোগ্রাম: পিজিডিডিএম
১৯)	জুলাই ২০১৬	প্রোগ্রাম: এসিআইএসই
২০)	মে ২০১৬	ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট
২১)	জুন ২০১৬	মাস্টার অফ আর্টস ইন সোসিওলজি ডিগ্রি

এই যুবক, যিনি হয়তো একটি জঘন্য অপরাধ করেছেন, তিনি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতকোত্তর, ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর, অপরাধবিদ্যা ও ফৌজদারি বিচার প্রশাসনে স্নাতকোত্তর এবং সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে এম.এ. সহ বিভিন্ন ডিগ্রি এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। কারাগারে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন, তা বাইরে কাজে লাগানো উচিত। কারাগারের নথি দেখায় যে, কারাগারে তার আচরণ সন্তোষজনক ছিল। তার বিরুদ্ধে একমাত্র কারণ হলো, তিনি অন্য সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন এবং তাই বলা হয় যে, কিছু ধর্মীয় শত্রুতা এখনও বিদ্যমান থাকতে পারে। নথিতে এসেছে যে, বিভিন্ন সময়ে তিনি পুলিশ প্রহরায় নিজের জন্মস্থানে ফিরে গেছেন। আমরা স্পষ্টতই এই মত পোষণ করি যে, এই পরিস্থিতিতে এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে আমাদের এই উত্তরদাতাকে অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠানো উচিত নয়। অতএব, সংবিধানের ১৪২ ধারা-এর অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমরা উত্তরদাতাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।

২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৫

(২০২০ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (সিআরএল) নং ৬২৭)

(২০১৯ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (সিআরএল) ডি. নং ১৮০১৬)

৩৬. এই মামলার আটককৃতের বয়স এখন প্রায় ৪৩ বছর এবং আমাদের জানানো হয়েছে যে, কারাগারে থাকাকালীন তিনি নিম্নলিখিত শিক্ষামূলক কোর্সগুলি সম্পন্ন করেছেন:

(i) বি.বি.এ., মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, মে, ২০০৮;

(ii) ডিপ্লোমা ইন হার্ডওয়্যার সার্ভিসিং তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে, জানুয়ারি, ২০১৪;

(iii) দক্ষিণা হিন্দি প্রচার সভা থেকে হিন্দু কোর্স;

(iv) ওয়ার্কশপ এবং বেকারি ও কনফেকশনারি তারিখ ১২-১৩.০৯.২০০৮;

(v) মাস্টার অফ আর্টস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডিগ্রি [প্রথম শ্রেণী] তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে, জুন, ২০১৪;

(vi) ন্যাশনাল সার্টিফিকেট ইন মডুলার এমপ্লয়্যাবল স্কিলস শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে, ১৮.১১.২০০৩;

(vii) সার্টিফিকেট ইন ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং সরকারি পলিটেকনিক থেকে, ০৩.১২.২০১৩;

(viii) ১৮.০৩.২০১০ তারিখে দুই চাকার গাড়ি মেরামতের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন;

(ix) ৩০.০৪.২০১৩ তারিখে তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে চার চাকার মেকানিজম ডিপ্লোমা-তে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন;

(x) জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ডিটিপি অপারেটর-এ বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন;

(xi) জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সার্ভিসিং-এ ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন।

আমাদের আরও জানানো হয়েছে যে, এই মামলার আটককৃত ৪২ বার (৮৯ দিন) জরুরি ছুটিতে এবং আদালতের আদেশে ২ বার (৩৭ দিন) ছুটিতে গিয়েছিলেন এবং এই সময়কালে তার জীবনের কোনো হুমকি ছিল না বা কোনো আইনশৃঙ্খলার সমস্যাও হয়নি।

৩৭. আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে, এই পরিস্থিতিতে এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে আমাদের এই উত্তরদাতাকে অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠানো উচিত নয়। অতএব, সংবিধানের ১৪২ ধারা-এর অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমরা উত্তরদাতাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।

২০২০ সালের সিআরএল. আপিল নং ১৪৬ @২০১৯ সালের এসএলপি (সিআরএল) নং ৭৬৯৭

৩৮. এই মামলার আটককৃতের বয়স এখন প্রায় ৩৮ বছর এবং আমাদের জানানো হয়েছে যে, কারাগারে থাকাকালীন তিনি নিম্নলিখিত শিক্ষামূলক কোর্সগুলি সম্পন্ন করেছেন:

১. তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সার্ভিসিং-এ ডিপ্লোমা;

২. মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন;

৩. মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

৩৯. আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে, এই পরিস্থিতিতে এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে আমাদের এই উত্তরদাতাকে অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠানো উচিত নয়। অতএব, সংবিধানের ১৪২ ধারা-এর অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমরা উত্তরদাতাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।

২০২০ সালের সিআরএল. আপিল নং ১৪৮ @২০১৯ সালের এসএলপি (সিআরএল) নং ১১৪৯৪

৪০. এই মামলার আটককৃতের বয়স এখন প্রায় ৩৯ বছর এবং আমাদের জানানো হয়েছে যে, কারাগারে থাকাকালীন তিনি নিম্নলিখিত শিক্ষামূলক কোর্সগুলি সম্পন্ন করেছেন: -

১. তামিলনাড়ু রাজ্য বোর্ড অফ স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স;

২. মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ব্যাচেলর অফ আর্টস;

৩. মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার অফ আর্টস;

৪. তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে মানবাধিকার বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা;

৫. আন্তর্জাতিক ব্যবসায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা;

৬. কোয়েম্বাটুরের ভারতীয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (মানব সম্পদ);

৭. তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ. ক্রিমিনোলজি এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

৪১. আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে, এই পরিস্থিতিতে এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে আমাদের এই উত্তরদাতাকে অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠানো উচিত নয়। অতএব, সংবিধানের ১৪২ ধারা-এর অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমরা উত্তরদাতাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।

২০২০ সালের সিআরএল. আপিল নং ১৪৭ @২০১৯ সালের এসএলপি(সিআরএল) নং ৬১৫৯

৪২. এই মামলার আটককৃতের বয়স এখন প্রায় ৪৬ বছর এবং আমাদের জানানো হয়েছে যে, কারাগারে থাকাকালীন তিনি নিম্নলিখিত শিক্ষামূলক কোর্সগুলি সম্পন্ন করেছেন:

(i) অষ্টম শ্রেণী সম্পন্ন করেছেন;

(ii) ২৩.১১.২০১২ তারিখে তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে মাধ্যমিকের জন্য প্রিপারেটরি প্রোগ্রাম (পি.পি.এস.) কোর্স সম্পন্ন করেছেন;

(iii) দশম শ্রেণী সম্পন্ন করেছেন;

(iv) দ্বাদশ শ্রেণী সম্পন্ন করেছেন;

(v) ৩০.০৪.২০১৩ তারিখে তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে চার চাকার মেকানিজম ডিপ্লোমা-তে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন;

(vi) মে, ২০১৭ এবং জুন, ২০১৮ তারিখে কোয়েম্বাটুরের ভারতীয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. লিটারেচার সম্পন্ন করেছেন;

(vii) জুন, ২০১৭ তারিখে তামিলনাড়ু ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ডিটিপি অপারেটর-এ বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন;

৪৩. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই মামলার আটককৃত ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২০(খ) এর অধীনে অন্য একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এছাড়াও, তিনি ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৪(ক) এবং ৪(খ) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ২৮.১২.২০১৮ তারিখের রায় অনুযায়ী এই প্রতিটি ধারার অধীনে যথাক্রমে ৫ বছর এবং ৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই দোষী সাব্যস্ততা এবং সাজার রায়টি প্রশ্নবিদ্ধ জি.ও.(এমএস) নং ৬৪, তারিখ ০১.০২.২০১৮ এর তারিখের পরে হয়েছে এবং এটিও বিবেচনায় নিতে হবে। অতএব, এই মামলার ক্ষেত্রে, আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আটককৃতের আবেদনটি বিবেচনা করতে এবং আজ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিচ্ছি। যদি রাজ্য আটককৃতের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করতে হবে এবং সেই পরিস্থিতিতে, আটককৃত হাইকোর্টের সামনে আদেশটি বিরোধিতা করতে স্বাধীন থাকবেন।

৪৪. আটককৃত টি.এ.ডি.এ. মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই দোষী সাব্যস্ততা এই আদালত কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে এবং তাই, সেটি বিবেচনায় নেওয়া যাবে না।

৪৫. ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৪ @ ২০২০ সালের এসএলপি(সিআরএল.)নং ৬২৬ @ ২০১৯ সালের এসএলপি(সিআরএল.) ডি.নং ১৮০৪৬, ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৫ @ ২০২০ সালের এসএলপি(সিআরএল.)নং ৬২৭ @ ২০১৯ সালের এসএলপি(সিআরএল.) ডি.নং ১৮০১৬, ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৬ @২০১৯ সালের এসএলপি(সিআরএল).নং ৭৬৯৭ এবং ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮ @২০১৯ সালের এসএলপি(সিআরএল.)নং ১১৪৯৪ -এর ক্ষেত্রে, আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি না অন্য কোনো মামলায় তাদের প্রয়োজন হয়।তবে, ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৭ @২০১৯ সালের এসএলপি(সিআরএল)নং ৬১৫৯ -এর আটককৃতের ক্ষেত্রে, রাজ্যকে আজ, ২৯.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে আটককৃতের আবেদনটি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪৬. আপিলগুলি পূর্বোক্ত শর্তাবলীতে নিষ্পত্তি করা হয়। মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, খারিজ করা হয়।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি

আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal